উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

১ ফাল্গুন ১৪২৪ বুধবার ৪.০০ টাকা 14 February 2018 Wednesday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

ALL INDIA APPOINTMENT GAZETTE
A WEEKLY NEWS PAPER on EMPLOYMENT & TRAINING Opportunities
₹ 3/-
7, Old Court House Street, Kolkata-700 001
Call : 033 22101820

জয়ের গন্ধ পেতেই উল্লাস। মঙ্গলবার সেন্ট জর্জ পার্কে।

জলের মান দেখবে টাস্ক ফোর্স

রাজ্যে ২২৫ বেআইনি কারখানার হদিস

রাহুল মজুমদার • শিলিগুড়ি

১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যজুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে জারবন্দি জলের কারখানা। পরিস্রুত পানীয় জল বলতেই এখন জারবন্দি জলের ওপরেই ভরসা করছে সাধারণ মানুষ। ২০ টাকায় মিলছে ২০ লিটারের জলের জার। এই জারবন্দি জলের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে একাধিক জায়গায় ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের কাছে অভিযোগও জমাও পড়ে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সমীক্ষা করে সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্যে প্রায় ২২৫টি এমন কারখানা রয়েছে যাদের ভারতীয় মান নির্ণায়ক ব্যুরোর (ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস) কোনো শংসাপত্র নেই। এর মধ্যে আবার উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার মোট ৫৬টি কারখানাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিবকে একটি চিঠি দিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর। অবিলম্বে রাজ্যের প্রতিটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকায় একটি করে টাস্ক ফোর্স গড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশে বলা হয়েছে, এই টাস্ক ফোর্সের নেতৃত্বে থাকবেন এলাকার পুর কর্পোরেশনের কমিশনার। টাস্ক ফোর্স গঠনের একমাসের মধ্যে প্রথম তদন্ত রিপোর্ট জমা করতে বলা হয়েছে।

Q for Quality Quantity 'Question Bank®'
also 'Question Bank®'
means 'RAY & MARTIN's®'
'Question Bank®' only.

উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই জল জারবন্দি করার ব্যবসা শুরু হয়েছে। মূলত গ্রামগঞ্জে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে এই ব্যবসা। একাধিক এলাকাতেই কুয়ো থেকে পাম্প দিয়ে জল তুলে জারবন্দি করে বিক্রি করা হয় বলে অভিযোগ। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় পুকুরের জল বা পিএইচই-র জল পাম্পের মাধ্যমে ট্যাংকে ভরে তা জারবন্দি করে বিভিন্ন দামে বিক্রি করা হয়। শিলিগুড়িতেও এই ব্যবসার রমরমা। সম্প্রতি শিলিগুড়ির প্রধাননগর এলাকায় এই ধরনের একটি কারখানাতে অভিযানও চালান পুরনিগমের কর্মীরা। অভিযোগ, এই কারখানাটিরও ভারতীয় মান নির্ণায়ক ব্যুরোর সার্টিফিকেট নেই। কোথাও রাজনীতির দাপটে, আবার কোথাও অর্থের জোরে প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র ছাড়াই চলছে এই ব্যবসা। এই সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের কাছে। সেই সূত্রে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় দপ্তরের আধিকারিকরা একাধিক কারখানায় অভিযান চালান। পাশাপাশি এনিয়ে একবছর ধরে সমীক্ষা চলার পর উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। দেখা যায়, প্রায় ৮০ শতাংশ কারখানারই ভারতীয় মান নির্ণায়ক ব্যুরোর সার্টিফিকেট নেই। এছাড়াও জল জারবন্দি করে বিক্রির জন্য যে পরিকাঠামো প্রয়োজন তাও নেই।

উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় এরকম ৫৬টি কারখানার হদিস মিলেছে। তার মধ্যে মালদায় এই ধরনের কারখানা রয়েছে সবচাইতে বেশি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কোচবিহার। মালদায় ১৫টি, কোচবিহারে ১৪টি, জলপাইগুড়ি জেলায় ১১টি (এগুলির মধ্যে দুটি রয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের অধীনে), আলিপুরদুয়ারে ৮টি এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ৮টি কারখানার হদিস পাওয়া গিয়েছে। এরপরই চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিবকে একটি চিঠি দেয় রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর। তাতেই টাস্ক ফোর্স গড়ার কথা বলা হয়। জানা গিয়েছে, ওই দলের প্রাথমিক কাজ হবে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের চিহ্নিত করে দেওয়া কারখানাগুলিতে অভিযান চালানো এবং ওই কারখানার জলের গুণগত মান পরীক্ষা করে দেখা। এরপর নয়ের পাতায়

সরকারি রিপোর্ট

রাজ্যে প্রায় ২২৫টি এমন কারখানা রয়েছে যাদের ভারতীয় মান নির্ণায়ক ব্যুরোর (ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস) কোনো শংসাপত্র নেই। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার মোট ৫৬টি কারখানাকে চিহ্নিত করেছে রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর

উত্তরবঙ্গের ৫৬টি কোথায় কত

মালদায় ১৫টি, কোচবিহারে ১৪টি, জলপাইগুড়ি জেলায় ১১টি (এগুলির মধ্যে দুটি রয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের অধীনে), আলিপুরদুয়ারে ৮টি এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ৮টি কারখানার ভারতীয় মান নির্ণায়ক ব্যুরোর শংসাপত্র নেই

প্রোটিয়াদের দেশে প্রথম সিরিজ জয়

(ভারত ঃ ২৭৪-৭ দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ২০১)

পোর্ট এলিজাবেথ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ৪৩তম ওভারের দ্বিতীয় বল।

যুযবেন্দ্র চাহালকে খেলতে গিয়ে মিস করে লেগবিফোর মরনি মরকেল। আম্পায়ারের আঙুল উর্ধ্বমুখী হতেই বিরাট লাফ কোহলির। মুষ্টিবদ্ধ হাতের অধরা স্বপ্ন পূরণের আস্ফালন। একে একে বুকে টেনে নিলেন চাহাল, কুলদীপদের।

ড্রেসিংরুমের ব্যালকনি থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন বাকিরাও। গ্যালারিতে তেরঙা নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে কচিকাঁচার দল। ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ইতিহাস তৈরির মাহেন্দ্রক্ষণ। ঐতিহ্যের সেন্ট জর্জ পার্কে নয়া নজির বিরাট ব্রিগেডের। ডিভিলিয়ার্সদের ৭১ রানে হারিয়ে ভারতীয় দল হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটি থেকে প্রথমবার কোনো সিরিজ জয়।

শ্রীজনা লামা — সামসিং
বার্ণে ভরসা ডিসান
সুইচবোর্ডের শর্ট সার্কিটের আগুনে আচমকা সারা শরীর পুড়ে যায় দাদার। আমরা তখন দিশেহারা। হাওড়া'র ছোড়দি সঙ্গে সঙ্গে শিলিগুড়ি'র ডিসানে নিয়ে যেতে বলল, ওদেরই একমাত্র বার্ণ ইউনিট আছে। বার্ণ ইউনিটে ভর্তি হল দাদা। ভোরে ৪ ঘন্টা ধরে চলল অপারেশন। সপ্তাহ তিনেক পর সুস্থ হয়ে দাদা বাড়ি ফিরল। এখন রেস্টে।
DESUN HOSPITAL SILIGURI
24hrs EMERGENCY 90516 40000
নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজের পাশে

শনিবার জোহানেসবার্গে থমকে গিয়েছিল ভারতের স্বপ্নটা। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে কোহলিদের ফিরতে হয়েছিল খালি হাতে। এদিন পোর্ট এলিজাবেথের জর্জ পার্কে অপেক্ষার অবসান। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২০১ রানে গুটিয়ে দিয়ে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ জয় সম্পন্ন। রোহিত শর্মার সপ্তদশ শতরানে ভর করে ৭ উইকেটে ২৭৪ রানের টার্গেট দিয়েছিল বিরাটরা। জবাবে জয়লক্ষ্মের ৭২ রান আগেই ইতি প্রোটিয়াদের লড়াই।

ব্যাটিং ব্যর্থতা ঝেড়ে বল হাতে ভাঙার কাজটা করেছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। ডুমিনি, ডিভিলিয়ার্সের মূল্যবান উইকেটের সঙ্গে বিপজ্জনক হয়ে ওঠা হাসিম আমলাকে রানআউট করে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন। বুমরাহের ওভারে সিঙ্গলস নিতে গিয়ে হিসেবের ভুলচুক। মিডঅন থেকে এক টিপে উইকেট ভেঙে দিয়ে আমলাকে (৭১) তুলে নিতেই প্রোটিয়াজরা কার্যত বেলাইন। এরপর চায়নাম্যান কুলদীপের ম্যাজিক স্পেল। চারটি ম্যাজিক বলে একে একে ফিরিয়ে দেন ফেলুকায়ো (০), রাবাদা (৩), বিপজ্জনক ক্লাসেনকে (৩৯) ও তাবরেজ সামসিকে (০)। শেষপর্যন্ত ১৬৫-৪ থেকে ৩৬ রানে বাকি ৬টি হারিয়ে অসহায় আত্মসমর্পণ।

প্রোটিয়াদের শুরুটা খারাপ হয়নি। আমলা-মার্করাম ওপেনিং জুটিতে ৫২ রান যোগ করেন। এরপর ষোলোর পাতায়

জলপাইগুড়িতে জেলারকে ধাক্কা বন্দিদের, উত্তেজনা

কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ফের মিলল মোবাইল

মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে উত্তেজনার পর কড়া পাহারা। ছবি ঃ সমীর

সৌরভ দেব • জলপাইগুড়ি

১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে তল্লাশি চালিয়ে ফের বন্দিদের কাছে মোবাইল ফোনের হদিস মিলল। শুধু তাই নয়, সোমবার রাতে ওই তল্লাশির পর মঙ্গলবার সকালে বন্দিদের একাংশ চড়াও হল খোদ জেলার রাজীব রঞ্জনের উপর। সংশোধনাগারের একটি সূত্রের খবর, বন্দিদের ধাক্কাধাক্কিতে সামান্য আহত হন কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের জেলার। উত্তেজিত বন্দিদের নিয়ন্ত্রণ করতে মৃদু লাঠিচার্জ করতে হয় কারারক্ষীদের। জেলার অবশ্য বলেছেন, তল্লাশির সঙ্গে এদিনের ঘটনার কোনো যোগাযোগ নেই। এদিন বন্দিদের দু-পক্ষের মধ্যে গণ্ডগোল বাধে। সেই সময় আমি ও আমার কর্মীরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার সময় আমাকেও ধাক্কা দেওয়া হয়। কোনো লাঠিচার্জ করা হয়নি বন্দিদের উপর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

সংশোধনাগার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সংশোধনাগারে তল্লাশি শুরু করে জলপাইগুড়ি সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। অভিযানে বন্দিদের সেল থেকে বেশ কয়েকটি মোবাইল ফোন এবং নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। এর আগে গত মাসে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার পরিদর্শনে এসেছিলেন এআইজি কারা কল্যাণকুমার প্রামাণিক। তাঁর পরিদর্শনের সময় সংশোধনাগারে বন্দিদের সেল থেকে উদ্ধার হয়েছিল ২৫টি মোবাইল ফোন এবং প্রায় ৪০০ গ্রাম গাঁজা। এরপর নিরাপত্তা জোরদার করতে বেশ কিছু পদক্ষেপের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিল সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। সেই সময় এআইজি কারা জানিয়েছিলেন, কর্মীদের একাংশের উদাসীনতা এবং কর্তব্যে গাফিলতির কারণেই সংশোধনাগারে বন্দিদের হাতে মোবাইল পৌঁছে যাচ্ছে। রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি সংশোধনাগারের নিরাপত্তারক্ষীদের সতর্ক করে দেন। তারপরেও সোমবার রাতে ফের তল্লাশির সময় মোবাইল ফোন উদ্ধার হওয়ায় সংশোধনাগারের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সোমবার রাতের তল্লাশির পর মঙ্গলবার সকালে ওয়ার্ডে রাউন্ডে যান জেলার রাজীব রঞ্জন। অভিযোগ, তখন বন্দিদের একাংশ রাজীববাবুর উপর চড়াও হয়। সেই সময় এক বন্দি রাজীববাবুকে আঘাত করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সংশোধনাগারের কর্মীরা লাঠিচার্জ করেন। এই বিষয়ে জেলার অবশ্য বলেন, তল্লাশির ঘটনার সঙ্গে মঙ্গলবারের ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। এদিন সকালে কিছু বন্দি নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল করছিল। আমরা গিয়ে বিষয়টি মধ্যস্থতা করে মিটিয়ে দিই। কোনো লাঠিচার্জ হয়নি সংশোধনাগারের ভেতর। উভয়পক্ষের গণ্ডগোল মেটানোর সময় উত্তেজনাবশত আমার গায়ে আঘাত লাগে। এটা কোনো ইচ্ছাকৃত আঘাত করার ঘটনা নয়। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

মঙ্গলবার কৃষ্ণনগরে মুখ্যমন্ত্রী

উন্নয়ন কীভাবে করে, আমার কাছে শিখুন মোদি ঃ মমতা

পশ্চিমবঙ্গে ৩৫ জন সাংসদই কোটিপতি

▸▸ বারোর পাতায়

আজকের দাম

পেট্রোল- ₹ ৭৫.৬৫
ডিজেল- ₹ ৬৬.১৭

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।
-সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল।

বিন্দু বিসর্গ

অন্য স্কুলকে পথ দেখাচ্ছে সুনীতিবালা সদর গার্লস

দিব্যেন্দু সিনহা

জলপাইগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ছাত্রী, শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের আপৎকালীন চিকিৎসার ক্ষেত্রে পথ দেখাচ্ছে জলপাইগুড়ি শহরের সুনীতিবালা সদর গার্লস উচ্চবিদ্যালয়। তাদের দেখানো পথেই এবার সরকারি হাসপাতালের কাছে মেডিকেল ইউনিট খোলার জন্য সাহায্য চাইছে জলপাইগুড়ি শহরের একাধিক নামি স্কুল। এমনকি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকও স্কুলগুলিকে চিঠি দিচ্ছেন সুনীতিবালা সদর গার্লসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মেডিকেল ইউনিট খোলার উদ্যোগ নিতে। এদিন বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ওই মেডিকেল ইউনিটের উদ্‌বোধন করেন জলপাইগুড়ির জেলা পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি। এদিন মেডিকেল ইউনিট উদ্‌বোধনের পরে বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন উপস্থিত অভ্যাগতরা।

এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুনীতিবালা সদর গার্লস উচ্চবিদ্যালয়ের, পরিচালন কমিটির সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কলকাতার একটি স্কুলে এক ছাত্রের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পথেই মৃত্যু হয় ওই ছাত্রের। কলকাতার পরে এই ধরনের ঘটনা যাতে অন্য কোনো বিদ্যালয়ে না ঘটে এবং ছাত্রী, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা বিদ্যালয় চলাকালীন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদের যাতে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া যায়, তা চিন্তা করেই বেসরকারি নার্সিংহোমের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই মেডিকেল ইউনিট চালু করা হল। ইউনিটে ৩-৪টি বেড, ২টি অক্সিজেন সিলিন্ডার, গ্লুকোমিটার, প্রেসার মাপার যন্ত্র, জীবনদায়ী ওষুধ রাখা হচ্ছে। সবথেকে বড়ো কথা, ইউনিটে একজন প্রশিক্ষিত নার্স থাকবেন। ওই নার্সের সঙ্গে দুজন চিকিৎসকের সবসময় যোগাযোগ থাকবে। কেউ অসুস্থ হলে নার্স দ্রুত যোগাযোগ করবেন কোনো চিকিৎসকের সঙ্গে। চিকিৎসকের পরামর্শমতো প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া

মেডিকেল ইউনিটের উদ্‌বোধন করছেন পুলিশ সুপার। -সংবাদচিত্র

হবে। এরপর চিকিৎসক এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

সুনীতিবালা সদর গার্লস স্কুলে মেডিকেল ইউনিট চালুর বিষয়কে অভিনব বলে স্বাগত জানিয়েছে জলপাইগুড়ি শহরের একাধিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, ওই স্কুলে মেডিকেল ইউনিট খোলার বিষয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য স্কুলও ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের স্বার্থে এই ধরনের মেডিকেল ইউনিট খোলার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোদ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক স্বপন সামন্ত। তিনি জানিয়েছেন, জেলার অন্যান্য বিদ্যালয়ে যাতে এই মেডিকেল ইউনিট খোলা হয় তার জন্য স্কুলগুলিতে তিনি চিঠি করবেন। এর জন্য প্রয়োজনে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন।

এদিন সুনীতিবালা সদর গার্লসে অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা হাসপাতাল সুপার গয়ারাম নস্কর, সরকারি আইনজীবী প্রদীপ চ্যাটার্জি, পদ্মশ্রী করিমুল হক, ডা. প্রদীপকুমার বর্মা, ডা. সুমন্ত্র মুখার্জি, ডা. দুলাল গোপ, জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সাগরিকা দত্ত, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক স্বপন সামন্ত সহ অন্যরা। অনুষ্ঠান শেষে রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বলেন, 'সদর গার্লসের পক্ষ থেকে অভিনব এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হল। আমাদের স্কুলে একটি হস্টেল রয়েছে। ছাত্রীরা যখন তখন অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। এই ইউনিট যাতে আমার বিদ্যালয়ে খোলা যায় এবার সেই চেষ্টা করব। তবে যেহেতু সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন আমাদের বিদ্যালয়, সেই কারণে এই বিষয়ে জেলাশাসকের সঙ্গে আগে কথা বলব।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকলেও জলপাইগুড়ি শহরের ফনীন্দ্রদেব উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ গুহ বলেন, 'খুব ভালো উদ্যোগ। এইভাবে আমাদের বিদ্যালয়েও যাতে একটি ইউনিট খোলা যায় তার জন্য মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে চিঠি দেব। সরকারিভাবে না হলেও বেসরকারি নার্সিংহোমের সঙ্গে কথা বলে যৌথ উদ্যোগে বিদ্যালয়ে মেডিকেল ইউনিট খোলার চেষ্টা করা হবে।'

হাফিজকে জঙ্গি ঘোষণা পাকিস্তানের

ইসলামাবাদ ও ওয়াশিংটন, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রবল আন্তর্জাতিক চাপের মুখে মুম্বই হামলার মূল চক্রী হাফিজ সঈদকে জঙ্গি ঘোষণা করল পাকিস্তান। একদিন আগেই হাফিজের সংগঠন জামাত-উদ-দাওয়ার সদর দপ্তরের বাইরে যে ব্যারিকেড ছিল পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে সেটি ভেঙে দেওয়া হয়। তারপরই হাফিজকে জঙ্গি ঘোষণা করল পাকিস্তান। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মামনুন হোসেন এব্যাপারে একটি অর্ডিন্যান্সে সই করেন। এই অর্ডিন্যান্সের বলে যেসব ব্যক্তি ও সংগঠনকে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা ঘোষণা করেছিল, সেগুলো পাকিস্তানে নিষিদ্ধ সংগঠনের তালিকাভুক্ত হল। এর মধ্যে রয়েছে লস্কর-ই-তৈবা, জামাত-উদ-দাওয়া, হরকত-উল-মুজাহিদিনের মতো একাধিক সংগঠন। অন্যদিকে, আমেরিকার বাজেটে পাকিস্তানকে অসামরিক খাতে ২৫.৬ কোটি ডলার এবং সামরিক খাতে ৮ কোটি ডলার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া পাকিস্তানকে আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরও কয়েক কোটি ডলার দেওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে মার্কিন বাজেট প্রস্তাবে।

এরপর নয়ের পাতায়